

To : Shukhomaya

c/o: Moderator

Subject : 'Holy hate: real horror story from history'

প্রিয় সুখমায়া

শুভেচ্ছা নেবেন | আশা করি ভালই আছেন। 'Holy hate: real horror story from history' এই বিষয়ে

সম্ভবত এ এস এম আহমেদ সাহেবের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে

আপনার ই-মেইলটি পড়লাম | আবার এখন আপনাদের আলোচনার মাঝখানে ইন্টারফেয়ারও করছি-অপরাধ নেবেন না

| আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি সূত্র এগলাই করি কারো

রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বা প্রবনতা(প্রতিক্রিয়াশীল,

সাম্প্রদায়িক, মধ্যপন্থী, উদারপন্থী ইত্যাদি) টেষ্ট করার জন্য |

রসায়নে একে বলা হয় এসিড

টেস্ট | আমি সংখ্যালঘু-জাতিগত সমস্যার বিতর্ক টেনে আনি

| তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় বিতর্কের অপর পক্ষটির মানসিক

গঠন কোন দিকের, তিনি অবচেতনে সাম্প্রদায়িক কিনা, ভেতরে

ভেতরে প্রতিক্রিয়াশীল কিনা | (আহমদ শরীফের একটি বই

থেকে) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিপিন চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার একটি

উপমহাদেশে প্রযোজ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন:'খুব সহজ কথায়,

সাম্প্রদায়িকতা হলো এমন এক বিশ্বাস যে, একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয় (লক্ষ্য করুন, ধর্মের ব্যাপারটা এখানে গৌণ) |.....'

আহমদ শরীফ লিখেছেন, মানুষের সমাজের দ্বন্দ্বটা দৃশ্যত-  
অদৃশ্যত চাওয়া-পাওয়ার, কাড়াকাড়ির, দরকষাকষির  
জিগীষাগত প্রতিযোগিতা

প্রতিদ্বন্দ্বিতার | তাই শিয়া-সুন্নি-আহমদীয়া, বিহারী-  
সিন্ধীর, যুরোপে দুটো বিশ্বংসী মহাযুদ্ধের.....

আফগানিস্তানের যুদ্ধ দেখেছি | অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি  
ফ্রুধাঁর 'Property is robbery' তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন,  
যার বাস্তব প্রয়োগ , (তিনি লিখেছেন) দেখা যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে |

আহমদ শরীফ লিখেছেন, .....১৯৪৮ থেকে ১৯৮৯ সনে  
বাবরী মসজিদ বিরোধ-ভাঙ্গন অবধি দাঙ্গা বা হনন-দহন-  
ধর্ষন-লুণ্ঠন- ভাঙ্গন

ঘটেনি |.....বস্তুত নিজেদের সম্পদ-জান-মালের  
নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনিশ্চিতির ও অসহায়তার কারণেই  
সংখ্যালঘুরা বস্তু ও জমি এবং অন্যান্য সম্পদ সম্ভ্রায় বিক্রি  
করে দেশত্যাগ

করেছে | .....ঠকানোর লোকের কোথাও" কম থাকেনা |

লাভে, লাভে, স্বার্থে লোকে

ঠকায় | .....১৯৭১ সনে যারা ভারতে যায়

তাদের সাত লক্ষ নাকি পশ্চিম বঙ্গে থেকেই যায় |

.....ভয় দেখিয়ে, গোপনে হুমকি দিয়ে, প্রকাশ্যে  
দরদী-হিতকামী বন্ধু সেজে পুরো দামে সম্পত্তি ক্রয় করার  
আশ্বাস দিয়ে পরে অনেকেই ঠকিয়েছে চুক্তি ভঙ্গ করে,  
কথার খেলাফ করে | সেই ১৯৫০ সাল থেকেই এ জোর-জুলুম,  
প্রতারণা-বঞ্চনার শুরু | তাতে যোগ দেয় সরকারও পরিত্যক্ত  
সম্পত্তি, শত্রু সম্পত্তি ও অবশেষে অর্পিত সম্পত্তি নাম বদল  
করে করে হিন্দুদের তাদের জ্ঞাতির সম্পত্তিতে ন্যায্য  
উত্তরাধিকার থেকে আজো বঞ্চিত রেখেছে, হয়রানি করছে  
হিন্দুদের | পরে এসব মুসলমানরাই এই কর্মে পাকা হয়ে,  
অভ্যস্ত হয়ে শহরে-বন্দরে, সৈয়দপুরে, সান্তাহারে,  
ময়মনসিংহে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে  
বিহারীদের-পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের কল-কারখানা, দোকান,  
বাড়িঘর সব বিনে পয়সায় দখল করে নেয় ওদের উচ্ছেদ করে  
| ওদের কেউ কেউ পালিয়ে যায়, অনেকে নিহত হয়,

আর অধিকাংশ উদ্বাস্তু ও চাকরী-পেশাচ্যুত হয়ে হয়ে জেনেভা  
ক্যাম্পে আশ্রিত থাকে ।.....

১৯৮৯ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়টুকুর কথা ত' উপরের  
হিসাবে ধরা হয়নি অনেক পুরনো লেখা বলে । বিএনপির দুই  
মেয়াদে কত লক্ষ হিন্দু মনের সুখে (বিএনপি-জামাতীদের  
ফ্যাসিস্ট-সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব) দেশত্যাগ করেছে, হিন্দুরা কি  
পরিমাণ নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার প্রমাণ তো বিএনপি  
সরকার নিজেরাই করেছে শাহরিয়ার কবীরের কাছ থেকে  
এয়ারপোর্টে (বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সময়) গোয়েন্দা সংস্থার  
মাধ্যমে ডকুমেন্টারী ছবিগুলি কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে-অপরাধী  
কখনও নিজের অপকর্মের evidence রাখতে চায়না ।  
শাহরিয়ার কবীর বা মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে যে সমস্ত  
পাপের তথ্য আছে তাও নয় । আওয়ামীলীগের আমলেও  
সংখ্যালঘুরা রেহাই  
পায়নি, তবে তাদেরকে বিএনপি আমলের মতো এমন ব্যাপক ও  
চরম মাত্রায় নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি এবং পরিণতিতে  
দেশ ছাড়তে হয়নি । আওয়ামীলীগের অনেক ক্যাডার বা কর্মী  
ধোয়া তুলসি পাতা নয়-তাদের অনেকের মধ্যে সামন্ত বুর্জোয়ার  
চারিত্রের কারণে হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করেছে শত্রু-সম্পত্তি  
আইনের সুযোগে । তবে, মাত্রা ও পরিমাণে সেটা বিএনপি-

জামাত নেতাদের চেয়ে অনেক অনেক কম বা নগণ্য বলা চলে,  
অনুপাতটি হয়তো ১০০ঃ১ না হলেও আনুমানিক ২০ বা

৩০ঃ১। এই অনুপাতটি আমার বিএনপির বন্ধুদের সংগে কথা  
বলে বিশেষ কিছু এলাকায় আওয়ামী লীগ

ক্যাডারদের কার্যকলাপের ভিত্তিতে করা হয়েছে-তাই এটা

একেবারে নির্ভুল কোন তথ্য নয় ।

সুতরাং, ধর্মীয় ডগমা-টগমা এসব কিছু নয়, আসলে ধর্মটা  
মানুষের একটা পোশাকী আবরণ

মাত্র । মানুষ মূলত জৈবিক স্বভাব ও কায়েমী বা শ্রেণীগত

স্বার্থ দ্বারা চালিত হয় । আহমেদ সাহেবরা কেন কুযুক্তি-কুতর্ক

বা অসত্ তথ্যের দিকেই ধাবিত হন তার উত্তরটা উপরোক্ত

কথার কারণের মধ্যেই নিহিত আছে । যত শিক্ষিতই হোক,

বেশীর ভাগ মানুষের অবচেতনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক হিংসা-দ্রোহ  
নিহিত-

কারণ এর সাথে চাকরী-বাকরীর সুযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য-

সম্পত্তি ইত্যাদির লাভালাভের স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত-ধর্মীয় পরিচয়

বা বিশ্বাসের ব্যাপারটা পোশাকী বা আপ্তবাক্য(ডগমা) মাত্র ।

আমি সবসময় ধার্মিক বন্ধুদের বলে থাকি, ইসলাম

হলো কতগুলি আপ্তবাক্যের সমষ্টি মাত্র যা যুগের উ

পযোগিতা হারিয়েছে | জনান্তিকে বলে রাখি, দেখুন গিয়ে,  
আহমদ সাহেবদের আল্লীয় স্বজনের কেউ কেউ হয়তো  
শত্রুসম্পত্তি আইন দ্বারা লাভবান হয়েছে,  
যার ফলে স্বাভাবিক কারণেই তাদের মত মানুষরা এর পক্ষে  
নানা অসত্‌ যুক্তি বের করে সান্ত্বনা খোঁজেন | এর নামই হচ্ছে  
শ্রেণীস্বার্থ-আমি হচ্ছে স্পষ্টবাদী মানুষ, পছন্দ হলে হবে না  
হলে নাই-সত্য কখনো কখনো খুব কঠিন শোনায় | মানুষ  
যখন আপন বিবেক-ধর্মবোধ-চেতনা  
বা শ্রেয়বোধের মুখোমুখি না হয়ে স্বার্থজাত যুক্তিজাল বা  
পেটিবুর্জোয়া বা ধর্মের আবরণে সামন্ততান্ত্রিক  
মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে বৈষম্যমূলক ফ্যাসিবাদী  
রাষ্ট্রযন্ত্রের বৈষম্যমূলক আইনকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে আপন  
স্বার্থের পাহারাদার হিসেবে পেয়ে যায় তখনই আল্লাসান্ত্বনার  
জন্য হীনযুক্তির আশ্রয় নেয় | আসলে সংবিধানে ইসলামকে  
রাষ্ট্রধর্ম করার মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর  
নাগরিকে  
পরিণত করার পর থেকেই এসব কিছু সম্ভব হচ্ছে |  
তাই, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা করে, তারা তা ধর্ম  
বিপন্ন হবে বলে বিরোধিতা

করেনা, ধর্মের জন্য তাদের দরদ বা বিশেষ টানের জন্যও  
করেনা-করে সুবিধাবাদিতার কারণে । তাই, আপনি যদি মনে  
করে থাকেন যে, এ এস এম আহমেদ সাহেবরা ধর্মীয় আকর্ষণ  
বা দুর্বলতার কারণে প্রতিক্রিয়াশীল কুযুক্তি দিচ্ছেন, তাহলে ভুল  
করবেন । আজ এখানেই থাক । ভাল থাকুন ।

> Sincerely-

Somebody.